কলিকাতা হাই কোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগণ: **তপব্রত চক্রবর্তী, পার্থ সারথি চ্যাটারজ্জী ,** বিচারপতিদ্বয়।

সেফালি বর্মণ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

এফ. এম. এ- ৯২৭/২০২০, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১২.১২.২০২২

ভারতের সংবিধান, ধারা ২২৬ -নিয়োগ-নিয়োগ পুনর্নবীকরণ-দাবি প্রত্যাখ্যান - সহায়িকার পদ-আবেদনকারীদের আবেদন যে সহায়িকার হিসাবে তাদের বাগদান পুনর্নবীকরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করা রিট পিটিশনে গৃহীত পূর্ববর্তী আদেশ গ্রহণ করা যাবে না কারণ পূর্ববর্তী আদেশে বিবেচনার জন্য একটি নির্দেশনা ছিলনির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণের উপর নির্ভরশীল-আদেশের বিষয়বস্তুগুলি সম্পূর্ণরূপে পড়তে হবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে নয়-একটি নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করা যায় না এবং তাতে জোর দেওয়া যায় না-আবেদনকারীদের সহায়িকা পদে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না-আবেদনকারীদের কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি-আপিলকারীরা কোনও স্বেচ্ছাচারিতা বা বিকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যা সাংবিধানিক আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করার নিশ্চয়তা দেয়-সহায়িকা যেমন বলেছিলেন, চুক্তি পুনর্নবীকরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করার আদেশ যথাযথ। এ আই আর অনলাইন ২০১৯ ক্যাল ১২১৬- প্রত্যায়িত

(অনুচ্ছেদ ১৩,১৫)

উদ্‌ধৃত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ আই আর অনলাইন ২০১৯ ক্যাল ১২১৬- প্রত্যায়িত	অনুচ্ছেদ নং (১)
ডব্লিউ পি ১৯৫৪৪ (ডাব্লু)/২০০৫, ডি/- ৭.৮.২০১২	অনুচ্ছেদ নং (২)

আইনজীবীদের নাম

গোলাম মুস্তাফা, তারাশঙ্কর সামন্ত।আবেদনকারীর পক্ষে; শ্রীমতি চৈতালী ভট্টাচার্য, মৃণাল কান্তি ঘোষ, মহাম্মাদ সরওয়ার জাহান, মিস মৌসুমী মিত্র।প্রতিবাদীর জন্য।

1. **পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, জে। ডব্লিউ. পি.** ১৭৮৩৫ (ডব্লিউ)/২০১৩ (এ. আই. আর. অনলাইন ২০১৯ ক্যাল ১২১৬) নামে একটি রিট পিটিশনে গৃহীত ২৯ জুলাই, ২০১৯

তারিখের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।২.

2. ২০১৩ সালের ১৮ ই মার্চ প্রতিবাদী নং .৫'-এর জারি করা আদেশটি বিকৃত কিনা, ২০১২ সালের ৭ ই আগস্টের আদেশে দেওয়া নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করে উক্ত আদেশটি জারি করা হয়েছে কিনা, এই প্রাথমিক বিষয়গুলির বিষয়ে একটি নিষ্পত্তি চেয়ে এই আদালতের কাছে একটি আইনি দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে। ডব্লিউ. পি. ১৯৫৪৪ (ডব্লিউ)/২০০৫ নামে একটি পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে এবং কর্তৃপক্ষ কাজ করেছে কিনা নির্বিচারে এবং এমনভাবে যা কর্তৃপক্ষের খরচে একটি বেসরকারী পক্ষকে উপকৃত করবে।

3. অপ্রয়োজনীয় বিবরণ বাদ দিলে ঘটনাগুলি হল যে আপিলকারীদের নির্বাচন করা হয়েছিল এবং হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বিভিন্ন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের বিভিন্ন তারিখ থেকে।এই ধরনের কাজ ২০০৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে গৃহীত আদেশ অনুসারে, আপিলকারীরা প্রাপ্য এবং প্রদেয় হিসাবে তাদের সম্মানী পেয়েছিলেন কিন্তু পুনর্নবীকরণের জন্য তাদের দাবি স্থগিত করা হয়েছিল।এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদী ২০০৫ সালের ডব্লিউ পি ১৯৫৪৪ (ডব্লিউ)/২০০৫ নম্বরে আরেকটি রিট পিটিশন পেশ করেন, যা ২০১২ সালের ৭ ই আগস্ট নিষ্পত্তি করা হয় এবং 'প্রাথমিক নিয়োগের সময় শর্ত পূরণ এবং পরবর্তী সময়ের জন্য তাদের পুনর্নবীকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে রিট আবেদনকারীদের মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য' প্রতিবাদি কর্তৃপক্ষকে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়।আবেদনকারীদের দাবি ১৮ ই মার্চ, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যা প্রতিবাদী নং ৫ দ্বারা পাস করা হয়েছিল।উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশনটি বর্তমান আপিলের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

4. মিঃ মুস্তাফা যুক্তি দেন যে রিট পিটিশনে আদেশটি ডব্লিউ পি ১৯৫৪৪ (ডাব্লু)/২০০৫ হিসাবে পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে ৭ই আগস্ট, ২০১২ তারিখের আদেশে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলীর ভুল ব্যাখ্যা করে প্রতিবাদী নং ৫ দ্বারা পাস করা হয়েছিল।যদিও প্রতিবাদীরা প্রাথমিক নিয়োগের সময় চুক্তির শর্তগুলি স্বীকার করেছেন, তবে প্রতিবাদি নং।৫ অবৈধ ও অসৎ উপায়ে এদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

5. মিঃ মুস্তাফা যুক্তি দেখান যে ২২শে জুলাই, ২০০৩ এবং ৪ ঠা নভেম্বর, ২০০৪

তারিখের সরকারী আদেশগুলি (এরপরে জি ও হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ভাবী প্রকৃতির ছিল এবং নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এ বিষয়ে আপিলকারীদের ক্ষেত্রেও আবেদন করার কোনও পদ্ধতি ছিল না, যারা উক্ত জিও জারি করার আগে নিযুক্ত ছিলেন। তবে, উক্ত সরকারী আদেশের বিধানগুলি প্রয়োগ করে প্রতিবাদী নং ৫ আপিলকারীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।মাননীয় বিচারক এই ধরনের দুর্বলতার নজর করতে ব্যর্থ হন এবং একটি দুর্বোধ্য আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেন।

6. মিঃ মোস্তফার মতে, ২০০৩ সালের পর নিয়োগের শর্তাবলীর পরিবর্তন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না বলে সম্মানীয় বিচারক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন কারণ তাদের নিয়োগ সময়ে সময়ে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে তারা সন্তোষজনক পরিষেবা প্রদান করেছেন।মাননীয় বিচারক ভুল অর্থ করে ছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দেননি এবং রেকর্ডের ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্বলতা আপিলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়।

7. মিঃ মুস্তাফা যুক্তি দেখান যে কর্তৃপক্ষ নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে আপিলকারীদের দিয়ে বের করে দিতে সফল হয়েছে।এই ধরনের কাজ বিকৃত এবং কর্তৃত্বের পরিপন্থী এবং অযৌক্তিক।আবেদনকারীদের দাবি হঠাৎ করে দায়সারাভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়।পূর্ববর্তী বছরগুলিতে তাদের দ্বারা প্রদত্ত সন্তোষজনক পরিষেবাকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

8. অন্যদিকে, রাজ্যের প্রতিবাদীগন পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতি চৈতালী ভট্টাচার্য বলেন যে সমস্ত আবেদনকারী তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির প্রার্থী ছিলেন এবং নিয়োগের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড শিথিল করার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল।শুরু থেকেই সহায়িকা হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল যে প্রার্থীকে মাধ্যমিক পাস হতে হবে।এখানে আপিলকারীদের কারোরই প্রথম নিয়োগের সময় এই ধরনের যোগ্যতা ছিল না।যোগ্য প্রার্থীদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল এবং নিযুক্ত করা হয়েছিল।

9. ২২শে জুলাই, ২০০৩ এবং ৮ই নভেম্বর, 2004 তারিখের জি. ও-দের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে অর্থায়নের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, যোগ্যতাসম্পন্ন সহায়িকা/সহায়কের অধীনে থাকা সকলকে এমন প্রার্থীদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা দরকার যারা কমপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হয়েছে।এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকার সহায়িকাদের নিয়োগের জন্য পদ্ধতি তৈরি করেছে যাতে বলা হয়েছে যে পুনর্নবীকরণ ক্ষেত্রেও প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।সমস্ত প্রাসঙ্গিক জি ও বিবেচনা করার পরে, প্রতিবাদী নং।৫ একটি বিস্তারিত আদেশ পাস করেছে এবং এটি কোনও দুর্বলতায় ভুগছে না এবং তাই মাননিয় একক বিচারক যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করেননি।

10. তাঁর মতে, ২০১২ সালের ৭ই আগস্ট পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশটি রিট পিটিশনে আদেশ জারি করার সময় প্রতিবাদী নং ৫ যথাযথভাবে বিবেচনা করেছিলেন।৭ই আগস্ট, ২০১২ তারিখের আদেশের পর্যালোচনায় জানা যাবে যে আদালত প্রাথমিক নিয়োগের সময় শর্ত পূরণের বিষয়টি বিবেচনা করে আবেদনকারীদের মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে।নিযুক্তির পুনর্নবীকরণের জন্য আদালত কোনও বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করেনি।

11. শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেন যে, আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে তাদের প্রদত্ত সেবার জন্য সম্মানী দেওয়া হয়েছে।পুনর্নবীকরণের জন্য তাদের প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ তারা সহায়িকা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ করেনি এবং শূন্যপদগুলি ইতিমধ্যে জি ও-র কঠোর সম্মতিতে পূরণ করা হয়েছে।

12. প্রতিবাদী নং ৫ এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী মিঃ জাহান পেশ করেছেন যে শুরুর পর থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল মাধ্যমিক পাস।তবে, সহায়িকাদের নিয়োগ ও পুনর্নবীকরণের এবং কোনও নির্ধারিত নির্বাচন পদ্ধতি ছিল না।এই আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে, যা ২০০৪ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখের জি. ও থেকে স্পষ্ট হবে।আবেদনকারীদের দাবি যথাযথভাবে প্রতিবাদী নং ৫ এর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না।

13. মিঃ মোস্তফার যুক্তি যে প্রতিবাদী নং ৫ দ্বারা প্রদত্ত আদেশটি পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে পাস করা আদেশে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশের লঙ্ঘন ছিল তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ৭ই আগস্ট, ২০১২ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশে বিবেচনার জন্য একটি নির্দেশ ছিল নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিপূর্ণতা।অর্ডারের বিষয়বস্তুগুলি সম্পূর্ণ এইভাবে পড়তে হবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে নয়।একটি নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করা এবং তাতে জোর দেওয়া যায় না। স্বীকারযোগ্য যে, সহায়িকা পদে বহাল থাকার জন্য আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না।আবেদনকারীদের কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি।

14. বিদ্বেষের বিষয়টি, যেমন যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, মাননিয় আদালত দ্বারা বিবেচনা

করা হয়েছিল এবং যথাযথভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল কারণ বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি রেকর্ডের যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে এবং আপিলকারীদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে নেওয়া হয়েছিল।18 মার্চ, 2013 তারিখের প্রতিবাদী ৫ দ্বারা গৃহীত আদেশটি সাক্ষ্যের পর্যাপ্ততার পরীক্ষাটিকে সন্তুষ্ট করে এবং যে ফলাফল ও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা স্পষ্টভাবে অন্যায্য বা স্পষ্টভাবে বিকৃত নয়।

15. আমাদের বিবেচনাধীন মতামত হল যে, মাননীয় একক বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না। আপিলকারীরা কোনও স্বেচ্ছাচারিতা বা অযৌক্তিকতা বা বিকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যা সাংবিধানিক আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে বা সিদ্ধান্ত হস্তক্ষেপ করার নিশ্চয়তা দেয়। আমরা রায়ে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাই না যা বর্তমান আপিলে হস্তক্ষেপ করেছে ।

16. তদনুসারে, আপিলটি অর্থাৎ 2020 সালের এফ. এম. এ ৯২৭/২০২০ এবং সংযুক্ত আবেদনটি আই. এ নংঃক্যান ১/২০১৯ (পুরনো নং ক্যান ১১৮৩৫/২০১৯) বাতিল করা হয়েছে।

17. তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

18. জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত নিয়ম শেষ হওয়ার পরে দ্রুত দেওয়া হবে।

আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.